গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.mohpw.gov.bd.

নম্বর: ২৫.০০.০০০০.০১৫.৯৯.০০৯.১৬. ১৬০৮

তারিখঃ ১৮ কার্তিক ১৪২৪ / ০২ নভেম্বর ২০১৭

বিষয়ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে "Star of the East" এবং "Mother of Humanity" অভিধায় ভূষিত করায় মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাবের বাংলাদেশ গেজেট অবহিতকরণ।

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৯ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের প্রজ্ঞাপন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, "সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত দৈনিক পত্রিকা খালিজ টাইমস-এ রোহিঙ্গা সংকটের প্রতি মানবিক অবদান ও তা নিরসনে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য **বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে "Star of the East" অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। "এছাড়া "চ্যানেল ফোর-এর এশিয়ান করেসপন্ডেন্ট মি. জনাথান মিলার তাঁর প্রতিবেদনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মমত্ববোধ, মানবিকতা, মহানুভবতা ও উদারনৈতিক মানসিকতার জন্য তাঁকে "Mother of Humanity" অভিধায় অভিহিত করেন"**। উল্লিখিত বিষয়ে বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৯, ২০১৭ তারিখ অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের ছায়ালিপি অবগতির জন্য নির্দেশক্রমে এ সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বাংলাদেশ গেজেটের ছায়ালিপি ১ কপি।

জুবাইদা নাসরীন
উপসচিব
দুরালাপনী-৯৫৪৬২৫৫

বিতরণ (জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সেগুনবাগিচা,ঢাকা।
৪। অতিরিক্ত সচিব (সকল),...............................গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা,ঢাকা।
৭। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
৮। যুগ্ম-সচিব (সকল),.................................গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। পরিচালক, এইচ বি আর আই, ১২০/৩ দারুস-সালাম, মিরপুর, ঢাকা।
১০। পরিচালক, সরকারি আবাসন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১২। রেজিস্ট্রার, ১ম/২য় কোর্ট অবসেটলমেন্ট, সেগুনাবাগিচা,ঢাকা।
১৩। উপসচিব (সকল)---গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। উপপ্রধান (পরিকল্পনা) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (সকল)------------------- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সিনিয়র সহকারী প্রধান- ১/২/৩ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নম্বর: ২৫.০০.০০০০.০১৫.৯৯.০০৯.১৬.

তারিখঃ কার্তিক ১৪২৪ / নভেম্বর ২০১৭

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে):

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিবের একান্ত সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। অফিস কপি ।

জুবাইদা নাসরীন
উপসচিব

প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
www.pwd.gov.bd

সংস্থাপন শাখা-১

স্মারক নম্বরঃ ২৫.৩৬.০০০০.২১১.২২.১০১.১৬- ১১০২ (১২)

তারিখঃ ০৬-০৮-১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২০ -১১-২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

পূর্ব পৃষ্ঠার নির্দেশনা সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

০১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সংস্থাপন ও সমন্বয়)/(পরিকল্পনা ও বিশেষ প্রকল্প)/(স্বাস্থ্য উইং)/(ই/এম), গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

০২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত জোন, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।

০৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এম.আই.এস.সেল, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা। পত্রটি গণপূর্ত অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২০/১১/২০১৭

(মোঃ নজিবর রহমান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সংস্থাপন)
গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৬০৯৯৯
se_est@pwd.gov.bd

উল্লেখ্য, সম্প্রতি মিয়ানমারে জাতিগত নিধন অভিযানের ফলে হাজার হাজার নিরীহ রোহিঙ্গা প্রতিদিন প্রাণভয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। ২৫ আগস্ট ২০১৭-এর পর এ পর্যন্ত পাঁচ লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। আগে থেকেই চার লক্ষেরও বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রিত ছিল। ফলে বর্তমানে নয় লক্ষের বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে অবস্থান করছে। এদের খাদ্য, বাসস্থান, জরুরি-সাহায্য সংকুলান, স্বদেশ প্রত্যাবাসনসহ এ সংকটের স্থায়ী সমাধানের বিষয়ে গত ১৮-২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ মেয়াদে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ও প্রস্তাব রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী।

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে রোহিঙ্গা সমস্যার আশু সমাধানে মুসলিম-বিশ্বের করণীয় বিষয়ে ওআইসি Contact Group কর্তৃক আয়োজিত এক বিশেষ সভায় অসহায়, নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ায় তুরস্ক ও ইরানের রাষ্ট্রপতিসহ মুসলিম-বিশ্বের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং এতদ্‌বিষয়ে বাংলাদেশকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। উক্ত সভায় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের ওপর চলমান নির্যাতন বন্ধে এবং মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে ওআইসি'র পক্ষ থেকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। ওআইসি Contact Group-এর এই সভায় রোহিঙ্গা সমস্যার বিষয়ে সকলের সম্মতিতে একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়।

২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাধারণ বিতর্ক পর্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বক্তব্যে মিয়ানমার হতে জাতিগত নিধনের শিকার হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করা লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গার অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। তিনি রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন, যা সর্বমহলে সমাদৃত হয়।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে জাতিসংঘের মহাসচিবসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে এ সম্মান বাংলাদেশের, সমগ্র বাঙালি জাতির। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দর্শন-চিন্তা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত ও সমাদৃত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানের জন্যও তাঁকে মনোনীত করা হচ্ছে। একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মাননা লাভ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত করছে। এই ধারাবাহিকতায় খ্যাতিসম্পন্ন দৈনিক পত্রিকা খালিজ টাইমস-এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'Star of the East' এবং লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম 'চ্যানেল ফোর' কর্তৃক তাঁকে 'Mother of Humanity' অভিধায় ভূষিতকরণ এবং ভারতভিত্তিক দৈনিক পত্রিকা The Asian Age-এ Mr. Raoul Gustaf Wallenberg-এর সঙ্গে তাঁর তুলনীয় হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১৯, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৪ কার্তিক ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/১৯ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৬.৩০২—সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত দৈনিক পত্রিকা খালিজ টাইমস-এ রোহিঙ্গা সংকটের প্রতি মানবিক অবদান ও তা নিরসনে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'Star of the East' অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। খ্যাতিমান কলামিস্ট অ্যালান জ্যাকব গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে 'শেখ হাসিনা জানেন সহমর্মিতার নৈপুণ্য'-শীর্ষক লেখাটি উক্ত পত্রিকায় পোস্ট করেন। এই নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে, লাখ লাখ রোহিঙ্গার জীবন রক্ষায় সীমান্ত খুলে দিয়ে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা নির্যাতিত বিপন্ন মানুষের প্রতি শেখ হাসিনা যে সহমর্মিতা ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন, সে প্রেক্ষাপটে তাঁর চেয়ে বড় কোন মানবতার উজ্জ্বল নক্ষত্র বর্তমান বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে দৃশ্যমান নয়।

২। গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী আবেগঘন বিষাদময় পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গাদের সঙ্গে আন্তরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা, একাত্মবোধ ও উদারতায় একান্ত সান্নিধ্যে মিলিত হন। প্রধানমন্ত্রীর এই পরিদর্শনের ওপর ধারণকৃত সংবাদ-ভিডিও লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম 'চ্যানেল ফোর' কর্তৃক প্রচারিত হয়। চ্যানেল ফোর-এর এশিয়ান করেসপন্ডেন্ট মি. জনাথান মিলার তাঁর প্রতিবেদনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মমত্ববোধ, মানবিকতা, মহানুভবতা ও উদারনৈতিক মানসিকতার জন্য তাঁকে 'Mother of Humanity' অভিধায় অভিহিত করেন।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

৩। সুইডিশ ব্যবসায়ী এবং কূটনীতিক Mr. Raoul Gustaf Wallenberg হাঙ্গেরিতে সুইডিশ কনসাল জেনারেল পদে কর্মরত অবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের হাত থেকে লক্ষ লক্ষ হাঙ্গেরীয়কে ভিসা প্রদানের মাধ্যমে সুইডেন গমনের সুযোগ করে দিয়ে তাদের জীবনরক্ষার যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তার সঙ্গে জাতিগত নিধনের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের জীবনরক্ষায় তৎকর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রমের তুলনা করেছে ভারতভিত্তিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দৈনিক পত্রিকা The Asian Age। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয় যে মানবিকতা ও জনহিতৈষিতার যে বিরল উদাহরণ Mr. Raoul Gustaf Wallenberg এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৃষ্টি করেছেন তা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৪। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দর্শন-চিন্তা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত ও সমাদৃত হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানের জন্যও তাঁকে মনোনীত করা হচ্ছে। একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মাননা লাভ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত করছে। এই ধারাবাহিকতায় খ্যাতিসম্পন্ন দৈনিক পত্রিকা খালিজ টাইমস-এ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'Star of the East' এবং লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম 'চ্যানেল ফোর' কর্তৃক তাঁকে 'Mother of Humanity' অভিধায় ভূষিতকরণ এবং ভারতভিত্তিক দৈনিক পত্রিকা The Asian Age-এ Mr. Raoul Gustaf Wallenberg-এর সঙ্গে তাঁর তুলনীয় হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০১ কার্তিক ১৪২৪/১৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৫। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা: ০১ কার্তিক ১৪২৪ / ১৬ অক্টোবর ২০১৭

সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে প্রকাশিত বিশ্বখ্যাত দৈনিক পত্রিকা খালিজ টাইমস-এ রোহিঙ্গা সংকটের প্রতি মানবিক অবদান ও তা নিরসনে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'Star of the East' অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে। খ্যাতিমান কলামিস্ট অ্যালান জ্যাকব গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে 'শেখ হাসিনা জানেন সহমর্মিতার নৈপুণ্য'-শীর্ষক লেখাটি উক্ত পত্রিকায় পোস্ট করেন। এই নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে, লাখ লাখ রোহিঙ্গার জীবন রক্ষায় সীমান্ত খুলে দিয়ে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা নির্যাতিত বিপন্ন মানুষের প্রতি শেখ হাসিনা যে সহমর্মিতা ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন, সে প্রেক্ষাপটে তাঁর চেয়ে বড় কোন মানবতার উজ্জ্বল নক্ষত্র বর্তমান বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে দৃশ্যমান নয়। জ্যাকব বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মতো নেতারা যখন বিশ্ব-মানবতার কর্ণধার হন তখন আশার আলো জ্বলে ওঠে অভিবাসন সমস্যায় নিমজ্জিত তমসাচ্ছন্ন বিশ্বে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ১৬ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত, সীমিত সম্পদ ও ক্ষুদ্রায়তনের দেশটিতে একবারে ৪ লাখ ৩০ হাজারের বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছেন শেখ হাসিনা - এটা তাঁর সহানুভূতিশীল হৃদয়, মানবিক সংবেদনশীলতা এবং অপরিসীম সাহসিকতার পরিচয় বহন করে।

অপরদিকে, গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী আবেগঘন বিষাদময় পরিবেশে আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গাদের সঙ্গে আন্তরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা, একাত্মবোধ ও উদারতায় একান্ত সান্নিধ্যে মিলিত হন। নির্যাতিত নারী ও শিশুর মুখে নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও বর্বরোচিত অত্যাচারের বর্ণনা শুনে অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। তিনি তাদেরকে সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাসসহ এই সংকটের স্থায়ী সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে মিয়ানমারে যা ঘটেছে তা মানবাধিকার লঙ্ঘন। তিনি বলেন, মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ তাদের নিরাপদ আশ্রয় ও খাদ্য যুগিয়ে যাবে এবং তাতে কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। প্রধানমন্ত্রীর এই পরিদর্শনের ওপর ধারণকৃত সংবাদ-ভিডিও লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম 'চ্যানেল ফোর' কর্তৃক প্রচারিত হয়। চ্যানেল ফোর-এর এশিয়ান করেসপন্ডেন্ট মি. জনাথান মিলার তাঁর প্রতিবেদনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মমত্ববোধ, মানবিকতা, মহানুভবতা ও উদারনৈতিক মানসিকতার জন্য তাঁকে 'Mother of Humanity' অভিধায় অভিহিত করেন। যুক্তরাজ্যে ভিডিও-প্রতিবেদনটি সর্বমহলে সমাদৃত হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছে চ্যানেল ফোর-এর সংবাদভিত্তিক এই ভিডিও-প্রতিবেদনটি।

সুইডিশ ব্যবসায়ী এবং কূটনীতিক Mr. Raoul Gustaf Wallenberg হাঙ্গেরিতে সুইডিশ কনসাল জেনারেল পদে কর্মরত অবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসিবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের হাত থেকে লক্ষ লক্ষ হাঙ্গেরীয়কে ভিসা প্রদানের মাধ্যমে সুইডেন গমনের সুযোগ করে দিয়ে তাদের জীবনরক্ষার যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, তার সঙ্গে জাতিগত নিধনের শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের জীবনরক্ষায় তৎকর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রমের তুলনা করেছে ভারতভিত্তিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দৈনিক পত্রিকা The Asian Age। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই মর্মে মত প্রকাশ করা হয় যে মানবিকতা ও জনহিতৈষিতার যে বিরল উদাহরণ Mr. Raoul Gustaf Wallenberg এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৃষ্টি করেছেন তা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।